অধ্যায় ৬ : আধুনিক বাংলা নাটক—৪

বিন্যাসক্রম

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৬.২ পরিচিতি
৬.৩ 'বাকি ইতিহাস' নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গ
৬.৪ 'বাকি ইতিহাস: অ্যাবসার্ড নাটক
৬.৫ 'বাকি ইতিহাস' নাটকের গঠনশৈলী
৬.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
৬.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৬.৮ অতিরিক্ত পঠন
৬.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৬.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী জানতে পারবেন—

- 'বাকি ইতিহাস' নাটকের এই নামকরণ করার প্রকৃত যুক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- অ্যাবসার্ডের বিষয়টির প্রতি ওয়াকিবহল হয়ে অন্য নাটকে এই বিশেষ দিকের নানা বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে তার পর্যালোচনা করতে পারবেন।
- 'বাকি ইতিহাস' নাটকের গঠন শৈলীর নানা দিক জেনে সেই অভিনব গঠন পদ্ধতি প্রয়োগ অন্য কোনও নাটকে খুঁজে পেতে সমর্থ হবেন, এমনি প্রয়োগ ঘটাতে পারবেন।

৬.২ পরিচিতি

নাট্যকার বাদল সরকার ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুলাই উত্তর-কলকাতার বিডন স্ট্রিটে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় সবাই তাঁকে সুধীন্দ্র সরকার নামেই ডাকত। কিন্তু আজ আর কেউ সুধীন্দ্র সরকারকে চেনেনা। বাদল সরকার সুধীন্দ্র সরকারের ছদ্মনাম হওয়ায় সবাই এখন বাদল সরকারকে চেনে জানো। তাঁর পিতা মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় ছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। পরে তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষের পদও লাভ করেছিলেন। তাঁর মাতা সরলামোনা সরকার ছিলেন

আদর্শ গৃহবধূ, আর তাঁর মাতামহী ভার্জিনিয়া মেরি নন্দী ছিলেন একজন চিকিৎসক। তৎকালীন ভারতবর্ষে কয়েকজন নারী চিকিৎসকের মধ্যে ভার্জিনিয়া মেরি নন্দী ছিলেন অন্যতমা।

বাদল সরকারের ছাত্রজীবনের প্রথম পাঠ শুরু হয় ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি স্কুলে। এরপর তিনি স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে ১৬ বছর বয়সে এই স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর তিনি বাড়ির লোকেদের বিশেষ ইচ্ছাতেই ভর্তি হন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। ১৯৪৭ সালে এই কলেজ থেকে তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন এবং এ সময় থেকে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। ঠিক সমসাময়িক সময়ে তুলনামূলক সাহিত্যে তিনি এম. এ. ডিগ্রিও লাভ করেন।

বাদল সরকার নিজের ইচ্ছা ও ভালোবাসায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েননি। তবুও পরিবারের সকলের ইচ্ছায় তাঁকে পড়তে হয়েছে এবং কর্মজীবনও শুরু করতে হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। প্রথমে তিনি নাগপুরের কাছে একটা প্রত্যন্ত গ্রামে এক নির্মাণ সংস্থায় চাকরি জীবন শুরু করেন। সেখানে বছর ছ'য়েক কাটানোর পর ১৯৫৩ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য পারিশ্রমিকের মূল্যে কিছুদিন চাকরি করেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না, বরং অতিমাত্রায় আগ্রহ ছিল টাউন প্ল্যানিং-এ। পাড়ার নাটকে তাঁকে গৌণ চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে, এর পর ধীরে ধীরে তাঁর নাটকের প্রতি আর্কষণ বাড়তে থাকে এই ভাবেই তাঁর নাট্যজীবনের শুরু।

বাদল সরকারের নাটকে আধুনিক জীবন যন্ত্রণা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ নাটকের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল 'এবং ইন্দ্রিজিৎ' (১৯৬৫), 'বাকি ইতিহাস' (১৯৬৭), 'পাগলা ঘোড়া' (১৯৯৭), 'ত্রিংশ শতাব্দী' (১৯৬৮), 'মিছিল' (১৯৭৪), 'ভোমা (১৯৭৫), 'সুখপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯৭৬) প্রভৃতি।

৬.৩ 'বাকি ইতিহাস' নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গ

নামকরণ বা শীর্ষনাম বিচার এক মনোজ্ঞ আলোচনার বিষয়। শীর্ষনামের মধ্য দিয়েই সমগ্র কাহিনিটির মূল সুর ধ্বনিত হয়। শীর্ষনামের মধ্য দিয়ে রচনার গভীরে প্রবেশ করা যায়। নাট্যকার বদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকটি বিষয়, আঙ্গিক ও রচনারীতি সবদিক দিয়ে চিরাচরিত গতানুগতিকতা ধারা থেকে সরে এসে এক নতুন ধরনের নাট্যপ্রয়াস ঘটিয়েছেন। তাঁর 'বাকি ইতিহাস' নাটকের ঘটনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতি শুধু অভিনব ছিল না, তার উপকরণও ছিল খুবই বৈচিত্র্যময়। নাটকে ধরা পড়েছে বর্তমান যুগসমস্যা ও যুগযন্ত্রণার ভিন্ন দিকটিও।

সাধারণত দেখা যায় নাটক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত হয়ে তার মূল বিষয় বা কাহিনি থাকে এক ও একমুখীন। নাটকের মধ্যে আরও লক্ষ্য করা যায় উপকাহিনি বা শাখাকাহিনি যা সৃষ্টি হয় মূল কাহিনি

বা নায়ক-নায়িকাকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই। নাটকে নায়ক বা নায়িকার নানা দিকের পরিচয় যথাসাধ্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। নামকরণ সাধারণ বিষয়বস্তু নির্ভর, চরিত্র নির্ভর, ব্যঞ্জনাধর্মী বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। আমাদের আলোচনার বিষয় 'বাকি ইতিহাস' নামকরণের মধ্যে কোন দিকটির প্রাধান্য পেয়েছে। তবে সচেতন পাঠকেরা অনুধাবন করলে বুঝতে পারবেন সীতানাথকে নিয়ে বাসন্তী ও শরদিন্দু রচিত-কাহিনি 'বাকি ইতিহাস' নামের সার্থকতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

নাট্যকারের 'বাকি ইতিহাস'-এর কাহিনি এক অভিনব দিকের সন্ধান দিয়ে থাকে। নাটকে দেখা গিয়েছে শরদিন্দু ও বাসন্তীর কাহিনি মূল কাহিনি হলেও সীতানাথ চক্রবর্তীর উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা নিয়ে রচিত ভিন্নধর্মী তিনটি কাহিনি তিনটি অঙ্কে বিভাজিত হয়ে পরিশেষে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয়ে পরিণতি দান করেছে।

পৃথিবীতে গল্প লেখার অনেক প্লট থাকা সত্ত্বেও সীতানাথ চক্রবর্তীর আত্মহত্যা নিয়েই বাসন্তী গল্প লিখে। বাসন্তীর গল্পের সূত্র ধরেই পাঠকেরা জানতে পারেন এক নিঃসন্তান দম্পতি সীতানাথ ও তার স্ত্রী কণিকা বা কণা। তাদের জীবন গতানুগতিক ধারায় সুখ দুঃখ নিয়েই কেটেছে। রবিবার সকালে সীতানাথের ধনী বন্ধু নিখিল এসে উপস্থিত হয় সীতানাথের বাড়িতে। সীতানাথ তখন বাড়িতে ছিল না বাজারে গিয়েছে। কণার প্রতি নিখিলের আচরণে ধরা পড়েছে তীব্র আকর্ষণ। তাই দেখা যায় সীতানাথ না থাকায় নিখিল তার মনের বাসনার কথা কণাকে জানিয়ে রাখে আর বলতে শোনা গিয়েছে— "শুধু একটা কথা দাও। যদি জীবনে কোনওদিন-কোনও সময়ে-সত্যিকারের প্রয়োজন বোধ করো, আমাকে জানাবে।"[প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা-১২]। এক সময় দেখা গেল কণা বুঝতে পারল স্বামী তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এমনকি ব্যাঙ্কের টাকা, গড়িয়ার জমি সব শেষ করে দিয়েছে, তার সুখের ঘর বাঁধার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে তাই তার স্বামী ও স্বামীর সংসারকে ছেড়ে নিখিলের আশ্রয় নিয়ে রক্ষিতা হতে চলে যায়। যেতে যেতে সীতানাথকে শুনিয়ে গিয়েছে বাবা বেঁচে থাকলে হয়ত যেতে পারত না।

শরদিন্দুর গল্পের সীতানাথ এক মানসিক রোগী। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে বিজয়। নাটকে দেখা যায় চম্বলগড়ে যে ঘটনা ঘটেছে শেষ পর্যন্ত সীতানাথ স্বীকার করেছে বিধুভূষণের নাতনি গৌরীর প্রতি তার জৈবিক আকর্ষণের কথা। সীতানাথ পার্বতীর প্রতিচ্ছবি দেখছে গৌরীর মধ্যে।

নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা গিয়েছে শরদিন্দু খবরের কাগজের কাটিং রাখে, আর পরে দেখা গিয়েছে সীতানাথও খবরের ছবির কাটিং রাখত- নাটকে এই ছবির চিত্রগুলি তুলে ধরলে দেখা - মহাভারতের দুঃশাসনের রক্তপান ও ভীমের প্রতিশোধ গ্রহণ, প্রাচীন মিশরের ছবি। গরুর চামড়ার শক্ত চাবুকের আঘাত সহ্য করেও ফারাও-এর ক্রীতদাসরা পিরামিড তৈরির জন্য পাথর টেনে তুলছে, রোমান সম্রাটের নৌবিহার-গিট বাঁধা চামড়ার চাবুকের আঘাত খেয়েও ক্রীতদাসরা দাঁড় টানছে, রোমের কলোসিয়ম্ ক্রীশ্চানদের সিংহ দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে, মধ্যযুগের ইউরোপ-অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য

খুঁটিতে বেঁধে মেয়েকে পোড়ানো হচ্ছে, নেপোলিয়নের জয়যাত্রার ছবি, সাহারা মরুভূমির বাণিজ্যপথ-শিকলে বাঁধা ক্রীতদাস চালান যাচ্ছে, আলাবামার তুলোক্ষেত, প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছবি, হিরোশিমার ধ্বংসস্তূপ প্রভৃতি ছবি- যে ছবিগুলিতে আছে মানুষের প্রতি মানুষের নারকীয়-পাশবিক অত্যাচার-অনাচার, দুর্বিষহ জ্বালা-যন্ত্রণা, অসহ্য কষ্ট ও অমানবিকতা। সীতানাথের বিশ্বাস করে এই দিকগুলি হল মানুষের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। অন্যদিকে শরদিন্দু বিশ্বাস করে এ আসলে মৃত্যুর ইতিহাস এবং মৃত্যুর ইতিহাস কখনও জীবনের ইতিহাস হতে পারে না, তখন সীতানাথের তার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে 'বাকি ইতিহাস' নামকরণের প্রত্যক্ষতার প্রমাণ দেয়— "আলাদা আলাদা মানুষের জীবনের আলাদা আলাদা ইতিহাস-হয় তো আছে। এ তা নয়। এ বাকি ইতিহাস।"

মানুষের জীবনে স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদি, বন্ধুবান্ধব, চাকরি, ঘরবাড়ি-সব থাকা সত্ত্বেও মানুষ অনেক সময় এমন যুগ-যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। যেমন তার উদাহরণ হল- সীতানাথের আত্মহত্যা করা। সীতানাথের মতোই একই যুগ-যন্ত্রণায় বাস করা সত্ত্বেও শরদিন্দুকে তা পীড়িত করল না কেন? এবং সে কেন আত্মহত্যা করল না? এই বিভিন্ন দিকগুলো জানতে চাইলে শরদিন্দু দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পেরেছে- তার শিক্ষিতা-স্ত্রী বাসন্তী আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, কলেজের চাকরি আছে এবং সর্বোপরি বাঁচতে ভাল লাগে বলেই সে আত্মহত্যা করেনি। প্রত্যুত্তরে সীতানাথ বলে তারও সবকিছুই ছিল। তবে উপলব্দি করতে পেরেছে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয়ে চলেছে মানব মনে চাওয়া পাওয়ার বিভিন্ন দিকটি, আর এই অবস্থায় বেঁচে থাকা আসলে নিঃশব্দে নীরবে বেঁচে থাকা শুধু। তাই বাকি ইতিহাসের জ্বালায় যন্ত্রণা কাতর সীতানাথ সেভাবে বাঁচতে চায়নি বলেই আত্মহত্যা করেছে; আর শরদিন্দু বেঁচে থাকল ঠিকেই, তবে বাকি ইতিহাসের যন্ত্রণা নিয়েই বেঁচে থাকতে হল তাকে—
"শরদিন্দু দু-হাতের শক্ত মুঠোয় কপাল রেখে বসে। তার শরীর যন্ত্রণায় কঠিন। বাকি ইতিহাসের চেতনা বহন করে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকবার যন্ত্রণা।" [তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৬৬]।
সুতরাং পরিশেষে বলা যায় ঘটনা-কাহিনি, বিষয়-বৈচিত্র্যে, উক্তি-প্রত্যুক্তিতে, গভীর ব্যঞ্জনায়, যুগ-যন্ত্রণার সমস্যা উন্মোচনে, এক বিমূঢ় জীবনবৃত্তান্ত উন্মোচনে, মর্মসত্য উদ্‌ঘাটনে নাটকটির 'বাকি ইতিহাস' নামকরণ সার্থক ও যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তা বলা যেতে পারে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। 'বাকি ইতিহাস' নাটকের নামকরণের সার্থকতা সংক্ষেপে বিচার করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৬.৪ বাকি ইতিহাস : অ্যাবসার্ড নাটক

আধুনিক নাটকের একটি বিশেষ দিক absurd নাটক যার বাংলা করা হয়েছে 'উদ্ভট' বা 'কিমিতিবাদী' নাটক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন এক দুঃসহ অস্থিরতা, নৈরাজ্য, যুদ্ধ-ভয়, সর্বব্যাপী বিষাদ, আর্তিময় অবিশ্বাস, হতাশা, শূন্যতা, মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের নৈরাজ্য এবং সমগ্র ইউরোপের ভয়ংকর ধ্বংস লীলা-জাত হতাশা ও মানসিক অবক্ষয় প্রভৃতি পরিস্থিতি জন্ম দিয়েছে এই অ্যাবসার্ড

নাটকের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন পর্বের অস্তিত্ববাদী দর্শন, পরাবাস্তববাদ, কিউবিস্ট চিত্রকলা, ঔপন্যাসিক জেমস জয়েস, কামু বা কাফকার রচনায় তৈরি হয়েছে যে অর্থহীন দুঃখময় জীবন দর্শনের স্ফুলিঙ্গ তারই এক সংহত রূপ লক্ষ্য করা যায় absurd নাটকের মধ্যে। স্যামুয়েল বেকেট, ইউজিন আয়ানিস্ক প্রমুখের নাটকে যার চূড়ান্ত সিদ্ধি। অ্যাবসার্ড নাটক গড়ে ওঠবার পিছনে এক উদ্‌ভ্রান্ত যুগজীবনকে নির্ণায়ত কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সুস্থ জীবনবোধ, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে শিকড়হীনতা, মানবিকতার স্থলে যান্ত্রিকতার প্রসার, যাবতীয় সামঞ্জস্যের ছন্দকে ভেঙে ফেলা-প্রভৃতি বিচ্যুতি নিয়েই গড়ে ওঠে অ্যাবসার্ড নাটকের জগৎ।

তাই দেখা গিয়েছে জীবন সম্পর্কে প্রত্যয়ের অভাব, জীবনের অস্তিত্ব ও তার পরিণতিতে অনাস্থা, সব রকম মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয়, সর্বব্যাপী এক শূন্যতা, হতাশা, অনিশ্চয়তার কাছে আত্মসমর্পণ-এ সবই হল এই জীবনদর্শনের মূল কথা। ধর্মীয় বিশ্বাস শিথিল, ভগবান মৃত, সামাজিক উন্নতি অর্থহীন এই সব বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে।

নাট্যকার বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' (১৯৬৭) পাশ্চাত্যের অ্যাবাসার্ড নাটকের আদর্শে লিখিত একখানি বহু বিতর্কিত ও বহু প্রশংসিত নাটক। ফ্রান্স, জার্মানী, স্ক্যান্ডিনেভিয়া প্রভৃতি দেশে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আয়ানেস্কো, বেকেট, জাঁ জেনে প্রমুখের হাতে এই ধরনের নাটকের উদ্ভব।
অ্যাবসার্ড নাটকে কোনও আরোপিত মূল্যবোধের মায়া সৃষ্টি করা হয় না। জগৎ ও জীবনের শূন্যময় পরিণতিকেই একজন সৎ শিল্পী নিজস্ব বিশ্বাসের পটভূমি থেকে উপস্থাপিত করেন। তাই দেখা যায়
(ক) যান্ত্রিক জীবন ও মৃত্যুর অনুভূতি-জনিত অসঙ্গতি
(খ) মায়াদর্পণে প্রতিবিম্বিত ক্ষণজীবী জীবনের মধ্যে জীবন্মৃত মানুষের মোহমুগ্ধ হবার অসঙ্গতি-এই দুই মিলিয়েই অ্যাবসার্ড নাটক জীবনের ছক রচনা করে।
অ্যাবসার্ড নাটক হতাশার কথা, মৃত্যুর কথা জানিয়ে সম্মোহের হাত থেকে আমাদের মুক্ত থাকবার কথা বলে। সে অর্থে এ ধরনের নাটক সদর্থক শিক্ষাই দান করে।

বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকে কিছু অ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য-জীবনদর্শন পাওয়া যায়। নাটকটি এক নতুন রীতির-তিনটি অঙ্কে গল্পকথন ও আত্মকথনের ভঙ্গিতে নাট্যকাহিনি প্রকাশিত।

অ্যাবসার্ড নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল alienation বা বিচ্ছিন্নতা। সীতানাথের আত্মহত্যা প্রসঙ্গে সেকথাও বলা যায়। জীবনে বাঁচার কোনও অর্থ খুঁজে না পাওয়াটা অ্যাবসার্ড লক্ষণ-'জীবনের অর্থ এগার বছরের অর্থহীনতায় বিলুপ্ত।'

তবে জীবনের সকল দুর্জেয়তা ও উদ্ভটত্ব সত্ত্বেও জীবনকে গ্রহণ করার কথা আছে অ্যাবসার্ড নাটকে। অর্থহীন জগতে মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিঃসঙ্গ। এই চূড়ান্ত সত্যকে জানতে পারলে মানুষ আর কোনও বিষয়েই বিব্রত হবে না।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে প্রতিফলিত অ্যাবসার্ড নাটক হিসাবে কতটা যুক্তিযুক্ত তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৬.৫ 'বাকি ইতিহাস' নাটকের গঠনশৈলী

কোনো নাটকের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয় তার গঠন কৌশলে-শিল্প নৈপুণ্যের উপর। আখ্যান সুষম ও সুগঠিত বৃত্ত রচনা করতে না পারলে ঘটনার আবর্ত এবং বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পরিণাম স্পষ্টতর রূপ লাভ করতে পারে না এটাই স্বাভাবিক। তবে দেখা গিয়েছে আধুনিক নাট্যকার বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকের গঠনরীতি ছিল অভিনব। অ্যারিস্টটল-কথিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের গঠন কৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে পঞ্চসন্ধি-মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংইতি বা নির্বহন-এর কথা বলেছেন, তাও এ নাটকে নেই। অর্থাৎ সচরাচর নাটকে একটি কাহিনি যেভাবে সূচনা (beginning), বিকাশ (rising action), চূড়ান্ত পরিণতি (climax), পরিণামের পথে অবনমন (falling action), এবং সমাপ্তি বা উপসংহার বা বিপর্যয় (end বা catastrophe)-পর্ব বা পর্ব-পরম্পরায় পূর্ণতা পায়, তাতে একটি কাহিনিরই সূচনা থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত দেখানো হয়; যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে- 'ম্যাকবেথ', 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'নীলদর্পণ', 'বিসর্জন' প্রভৃতি।

'বাকি ইতিহাস' নাটকে দেখা যায় সেরকম কোনও পরিপূর্ণ প্লট নেই। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে কোনও চিরাচরিত প্রথাগত নাটক নয়; কাহিনির মধ্যে নতুন কাহিনির সংস্থাপনে এক অভিনব রীতির নাটক উপহার দিয়েছেন নাট্যকার বাদল সরকার। গল্প রচনার মাধ্যমে ছোট ছোট কয়েকটি গল্পের সুসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হয়। এখানে কোনও ধারাবাহিক কাহিনি ছিল না। তবে এর ঘটনা ও উপস্থাপনাও স্বতন্ত্রধর্মী। বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকের বাসন্তী ও শরদিন্দু-রচিত গল্পের নায়ক সীতানাথ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে-

(ক) সীতানাথ কেন আত্মহত্যা করল সে সম্পর্কে বাসন্তীর ধারণা বা উপলব্ধি নিয়ে একটি কাহিনি (প্রথম অঙ্ক),

(খ) সীতানাথ কেন আত্মহত্যা করল সে সম্পর্কে শরদিন্দুর ধারণা বা উপলব্ধি নিয়ে একটি কাহিনি (দ্বিতীয় অঙ্ক) এবং (গ) সীতানাথ কেন আত্মহত্যা করল সে সম্পর্কে স্বয়ং সীতানাথেরই বক্তব্য দিয়ে

একটি কাহিনি (তৃতীয় অঙ্ক) রচিত হয়েছে। এই তিনটি কাহিনির সুসমন্বিত ব্যঞ্জনায় সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা ও শরদিন্দুর চরিত্র-প্রকৃতি।

তৃতীয় অঙ্কে কাহিনি একেবারে নতুন মাত্রা পেয়েছে। এখানে সীতানাথের আত্মহত্যার কারণ সীতানাথের উক্তিতেই নাট্যকার এমন সুকৌশলে উপস্থাপন করেছেন, যাতে একই সঙ্গে এ নাটকের অ্যাবসার্ডিটি বা উদ্ভটত্ব, সমকালীন যুগ-জীবন যন্ত্রণা, শূন্যতাবোধ, নৈরাশ্য, বিচ্ছিন্নতা (alienation), এবং সীতানাথের চরিত্র প্রকৃতি যে আসলে শরদিন্দুরই অন্তসত্তার প্রকাশ-তা উন্মোচিত হয়েছে। নাটকে দেখা গিয়েছে সীতানাথ এবং শরদিন্দুর সঙ্গে কথোপকথনে সীতানাথ যে প্রকৃতপক্ষে শরদিন্দুরই মনের ভাবের অভিব্যক্তি-তা গঠনরীতির অভিনবত্ব এনেছে। গঠন কৌশলের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চরিত্রায়ণ। এ নাটকে মূলতঃ ছয়টি চরিত্রের সমন্বয়ে নাট্যকাহিনি পরিণতি পেয়েছে। যথা-মূল চরিত্র শরদিন্দু ও বাসন্তী, শরদিন্দুর বন্ধু নিখিল ও বিজয় এবং শরদিন্দুর চরিত্র-পরিণতি উন্মোচনের জন্য সৃষ্ট সীতানাথ ও কণা চরিত্র। প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হলেও নাট্যকারের সুনিপুণ গঠন কৌশলে তারা প্রত্যেকেই তারা শরদিন্দু চরিত্রের পূর্ণতা দানে সহায়ক হয়েছে। নাটকের গঠন কৌশলের আর-একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সংলাপ প্রয়োগের নৈপুণ্য। সংলাপেই নাট্যকাহিনি ও নাট্যচরিত্রকে পূর্ণতা দান করে ঘটনাকাহিনিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'বাকি ইতিহাস' নাটকেও চরিত্রের বিভিন্ন সংলাপে তাদের স্ব-স্ব স্বরূপ যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি আবার ঘটনাকাহিনি নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে চমক ও গতি সৃষ্টি করে পরিণতি পেয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন— "ভয় নেই বাবাজি। ঘাপটি মেরে ছিলাম। কণাকে বেরিয়ে যেতে দেখে তবে ঢুকেছি।" [পৃষ্ঠা-২১]। সীতানাথ-কণার জীবনকাহিনি যে আসলে শরদিন্দু বাসন্তীরই জীবন কাহিনি।

"শরদিন্দু। বাসন্তী (উত্তেজনায়) এ তো-এ তো আমার গল্প।। বাসন্তী।" [পৃষ্ঠা-৫৯]।

সীতানাথের চরিত্র প্রকৃতি যে শরদিন্দুরই অন্তর্মানস তা শরদিন্দুর সংলাপে প্রকাশিত-

"শরদিন্দু। তুমি যাও শরদিন্দু।

সীতানাথ আমি সীতানাথ।

শরদিন্দু। তুমি যাও সীতানাথ।" [পৃষ্ঠা-৬৪]।

'বাকি ইতিহাস' নাটকের গঠন রীতিতে আর এক অভিনব মাত্রা সংযোজিত হয়েছে সিনেমার মতো ফ্ল্যাশ-ব্যাকের ব্যবহারে। এই ফ্ল্যাশ-ব্যাকের ব্যবহার মানব জীবনের গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবনধারা, শরদিন্দু-বাসন্তীর দাম্পত্য জীবন যে আর দশ জনের ন্যায় (ক) "কণা। তুমি কালকেও ইলেকট্রিক বিল দাওনি?

সীতানাথ। অ্যাঁ? ওহো, একদম ভুলে গেছি। জামার পকেটে রেখে দাও তো?

কণা। কালই কিন্তু লাস্ট ডেট। কাল না দিলে পয়সা বেশি লেগে যাবে।"

[পৃষ্ঠা-৬০]।

সীতানাথ। কি করছো তুমি? কণা। (ভিতর থেকে) ঘর গোছাচ্ছি।

(খ) "সীতানাথ। বেড়াতে যাবে? ট্রেনে করে? কণা। কোথায় যাবে বলো? সীতানাথ। যেখানে বলবে। ডায়মণ্ডহারবার যাবে। কণা। অতো দূর? আজ যে মশারিটা কাচবো ভেবেছিলাম?" [পৃষ্ঠা ৬০-৬১]।
(গ) কণা নাইলনের থলি হাতে প্রবেশ করে সীতানাথের প্রতি।
"কণা। বেশ জিনিসটা, না? তুমি তো কাল এসপ্ল্যানেড যাচ্ছো-একটা কিনে আনবে?
সীতানাথ। কাল কখন এসপ্ল্যানেড যাচ্ছি? কণা। বাঃ। ইলেকট্রিক বিল দিতে যাবে না? সীতানাথ। ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। আচ্ছা দেখবো।

কণা। ছাই দেখবে। তোমার মনে থাকলে তো?" [পৃষ্ঠা-৬১]। -ইত্যাদি ঘটনা-চিত্র উন্মোচনে যেন ফ্লাস ব্যাক রীতিতে শর-কণার দাম্পত্য জীবন নয়, শরদিন্দু-বাসন্তীর অভ্যস্ত দাম্পত্য জীবন ফ্ল্যাশ-ব্যাক রীতিতে উপস্থাপিত।

সবশেষে বলা যায় এ নাটকের গঠনশৈলিতে আছে গল্পের আস্বাদ-গল্পের আধারে নাট্যকাহিনি প্রকাশিত। শরদিন্দু-বাসন্তী দম্পতির রবিবারের ছুটি কাটানো প্রসঙ্গে গল্প লেখা। সীতানাথের উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার কারণ অন্বেষণে বাসন্তী বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে একটি গল্পকাহিনি রচনা করেছে; আবার সেই কাহিনি মনঃপূত না হওয়ায়, কিছু অসঙ্গতি ও অতিনাটকীয়তা দোষে-দুষ্ট হওয়ায় শরদিন্দুও একটি মনোজ্ঞ ও রসপূর্ণ গল্প-কাহিনি রচনা করে এবং শেষ সীতানাথের কথোপকথন ঠিক গল্প রচনা না হলেও তাতে গল্পের ভাব থেকেই যায়। তাদের কথাগুলি মনোজ্ঞ, তর্ক ও তথ্যপূর্ণ হলেও স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয় না, বিরাগ-বিতৃষ্ণা বা অধৈর্য ভাব সৃষ্টি হয় না। তাই সামগ্রিক বিচারে বলা যায় 'বাকি ইতিহাস' নাটকের গঠন কৌশল এক অভিনব রীতির যা পাঠকের মনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে তুলে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। 'বাকি ইতিহাস' নাটকের গঠনশৈলী বিষয়ে ধারণা প্রদান করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' (১৯৬৫) নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাব মানুষের মনে দানা বেঁধে এক আত্মযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটিয়েছে যা অ্যাবসার্ড নাটকের নিবেদন রাখে। তাই দেখা গিয়েছে চরিত্রগুলির মধ্যে ঘন ঘন মানসিক পরিবর্তন। নাট্যকার গল্পের সীতানাথ আর বাস্তবের শরদিন্দুকে মিলিয়ে এক কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছেন। সময় ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে একটি মানুষকে না মরে বেঁচে থাকতে হয় আমৃত্যু। প্রতিটি মানুষ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, হাহাকার প্রতিনিয়ত ভোলার চেষ্টা করে অথচ এগুলিকে ভোলা সম্ভব না এইগুলি হয়ে উঠে বাকি ইতিহাস।

৬.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- 'বাকি ইতিহাস' নাটকের নামকরণে একটি ইতিহাস প্রসঙ্গ রয়েছে যা জীবনের সঙ্গে গোপনে একীভূত হয়ে রয়েছে, যার যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হয় সারা জীবন ধরে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত হলাম।
- চরিত্রগুলির আচার-আচরণ অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে থাকে। সেই বিষয়ে সম্পর্কে ধারণা পেলেন।
- বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকের গঠনশৈলীতে ধরা পড়েছে গতানুগতিক ধারা থেকে নাটকের গতিপথ সময়ের নিরিখে পালটে যেতে শুরু করেছে। এ দিকটিও জানতে পারলেন।
- নাটকের ভিতর গল্প রচনার ধারণাটি একটি সম্পন্ন নতুন মাত্রা দান করে। এই বিষয়ে অবগত হলাম।

৬.৮ অতিরিক্ত পঠন

- ঘোষ, ড. অজিতকুমার (১৯৯৮); বাংলা নাটকের ইতিহাস; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- ঘোষ ও মিত্র (২০১৫); বাদল সরকার নাটক সমগ্র (২ খণ্ড); কলকাতা: ঘোষ ও মিত্র পাবলিশার্স প্রা: লি:
- চৌধুরী, দর্শন (২০০৯); নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার ; একুশ শতক, কলকাতা: পুস্তক বিপণি
- চন্দ্র দীপক (২০১৯); বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা; কলকাতা: দে'জ
- ভট্টাচার্য সাধনকুমার (২০১৯); নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ; কলকাতা: দে'জ
- মুখোপাধ্যায়, ড. তরুণ(২০০৫); বাদল সরকারের নাটকের পরাপাঠ: এবং ইন্দ্রজিৎ ও বাকি ইতিহাস, কলকাতা: সাহিত্যলোক
- মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশঙ্কর (২০০৩); নাট্যতত্ত্ব বিচার; কলকাতা: করুণা প্রকাশনী

৬.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত : নামকরণ বা শীর্ষনাম বিচার এক মনোজ্ঞ আলোচনার বিষয়। .....তাই বাকি ইতিহাসের জ্বালায় যন্ত্রণা কাতর সীতানাথ সেভাবে বাঁচতে চায়নি বলেই আত্মহত্যা করেছে; ..... এভাবে নামকরণ প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে হবে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৩ অংশ)

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত : আধুনিক নাটকের একটি বিশেষ দিক absurd নাটক-যার বাংলা করা হয়েছে 'উদ্ভট' বা 'কিমিতিবাদী' নাটক। ..... অ্যাবসার্ড নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল

alienation বা বিচ্ছিন্নতা।.....এই অ্যাবসার্ড নাটকের বিষয়ের আলোচনাটি সম্পূর্ণ করতে হবে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৪ অংশ)

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত : কোনো নাটকের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয় তার গঠন কৌশলে-শিল্প নৈপুণ্যে উপর।..... গঠন কৌশলের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চরিত্রায়ন। এ নাটকে মূলতঃ ছয়টি চরিত্রের সমন্বয়ে নাট্যকাহিনি পরিণতি পেয়েছে। .....এভাবে 'বাকি ইতিহাস' নাটকের গঠনশৈলীর দিকটি স্পষ্ট করে আলোচনা করতে হবে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৫ অংশ)

⑦ ৬.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'বাকি ইতিহাস' নাটকের নামকরণ হিসাবে কতটা যুক্তিযুক্ত আলোচনা করুন।

২। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে প্রতিফলিত অ্যাবসার্ড নাটক হিসাবে কতটা যুক্তিযুক্ত তা নাতিদীর্ঘ আলোচনায় তুলে আনুন।

৩। 'বাকি ইতিহাস' নাটকের গঠনশৈলী বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

*** *** ***